নর্থ ক্যারোলিনায় বাংলাদেশীদের কিছু কর্মকান্ড

নর্থ ক্যারোলিনা আমেরিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য যা মূলত কৃষি, শিল্প ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ। ২০০৬ সালের জরীপ অনুসারে নর্থ ক্যারোলিনার জনসংখ্যা প্রায় আট মিলিয়ন আটশত ছাপান্ন হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ। আয়তন ১,৩৯,৩৯১ স্কয়ার মাইল। এই চিহ্নিত অঙ্গরাজ্যে বাংলাদেশীদের সংখ্যা মাত্র এক হাজারের মত, তাও আবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন শহরে। এইগুলোর মধ্যে র‌্যালি শহর ক্যারি, ডুরহাম, চ্যাপেলহীন, গ্রীণসবরো, উইনস্টনসেলিস, সারলোট, ফেটভিল, গ্রীণভীল ও অ্যসবরো বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য। বাংলাদেশীরা অধিকাংশই উচ্চশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত পেশাজিবী। সাধারণ ও অদক্ষ শ্রেণীর বাংলাদেশীদের সংখ্যা এখানে সীমিত। নর্থ ক্যারোলিনার বেশীর ভাগ বাংলাদেশীরা বেশ প্রগতিশীল। দেশীয় সংস্কৃতি, সেবামূলক কাজ ও প্রবাসে ঐতিহ্যময় সংস্কৃতিতে লালন-পালন করার জন্যও দেশ ও জাতির উন্নয়নের লক্ষে এখানে এখন দু'টি সক্রিয় সামাজিক সংস্থা রয়েছে। এরা হলো ট্রাইঙ্গল বাংলাদেশ সোসাইটি অব নর্থ ক্যারোলিনা ও বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা, ক্যারোলিনা চ্যাপ্টার। বর্তমানে এ দু'টি সংস্থাই নর্থ ক্যারোলিনার মেজর অনুষ্ঠানগুলো বেশ সুনামের সাথে করে আসছে। সম্প্রতি ২০০৭ সালের ট্রাইঙ্গল বাংলাদেশ সোসাইটির ও বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের কিছু উলে-খযোগ্য কর্মকান্ড স্থানীয় জনমনে যেমন সাড়া জাগিয়েছে তেমনি সারা আমেরিকার বাংলাদেশীদেরকেও অনুপ্রাণিত করেছে, চেতনা জাগিয়েছে বস্তুত দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্য। সংখ্যায় নর্থ ক্যারোলিনার বাংলাদেশীরা অল্প হলেও সাহস ও উদ্যামতায় তারা বাংলাদেশসহ সারা আমেরিকায় নন্দিত হয়েছে। সামাজিক সাংস্কৃতি বিকাশের সাথে সাথে নর্থ ক্যারেলিনার বাংলাদেশীরা জাতির সেবা ও ক্রান্তিলগ্নে সর্বতভাবে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত সুপ্রসস্থ করেছে। তারা চেষ্টা করেছে নিজেদের শ্রম দিয়ে অর্থ দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে ও সময় দিয়ে। সাম্প্রতিক সিডরের আঘাতে যখন বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল বিপর্যস্ত, লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন স্বজনহারা, নিঃস্ব, খাদ্য, বস্ত্র, ঔষুধসহ বেঁচে থাকার কোন উপাদেয় তাদের নেই, নেই কোন মাথা গুজবার জায়গা ঠিক সেই মূহুর্তে এই নিঃস্ব বুভূক্ষ মানুষের পার্শ্বে অন্যান্য হাজারো মানুষের মত নর্থ ক্যারোলিনার ট্রাইঙ্গল বাংলাদেশ সোসাইটি ও বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ক্যারোলিনা চ্যাপ্টারের সকল সদস্যবৃন্দরা এই সহায় সম্বলহীন বিপর্যন্ত মানুষের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছে। সিডরের বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন করেছে। ব্যক্তিগতভাবে সমষ্টিগতভাবে অর্থ সংগ্রহের জন্য তারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছে। দ্বারে দ্বারে ঘুরে সিডরের ভয়াবহতা ও মানুষের দুরদশার কথা জানিয়েছে।

এখানে উলে-খ্য ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে ট্রাইঙ্গল বাংলাদেশ সোসাইটির বার্ষিক সভায় সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারী জনাব আনোয়ারউল ইসলাম মুকুল, সভাপতি সেলিম চৌধুরী ও অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবীর নর্থ ক্যারোলিনার বাংলাদেশীদেরকে সিডর বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহবান জানান। ঐ বার্ষিক সভায় রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবীর নিউপার্টনারশীপ ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৭ এনডিপিএ এর উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেন ও এইচআরবিল ৩৯০৫টি অনুমোদনের জন্য স্বীয় কংগ্রেসম্যানদের সমর্থন ও কোস্পন্সরের ব্যাপারে নর্থ ক্যারোলিনার বাংলাদেশীদের প্রতি সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সিডর দুর্যোগের পর ট্রাইঙ্গল বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে ও নর্থ ক্যারোলিনার সকল জনগণের একক সমর্থনে সোসাইটির কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকদল সম্মিলিতভাবে সিডরের অর্থ সংগ্রহ করেন। তারা বিভিন্ন শহরের মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে সিডরের ভায়াবহতার কথা জানান এবং সেখান থেকে আশানুরূপ সাড়া পান। বড় খুশীর বিষয় হলো এই ক্ষুদ্র কমিউনিটির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় টিবিএস এনসি ও বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশেন অব নর্থ আমেরিকা ক্যারোলিনা চ্যাপ্টার পৃথক পৃথক উদ্যোগে তরিৎগতিতে সর্বমোট ৩২ হাজার ডলারেরও বেশী ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে খোলা প্রধান উপদেষ্টার সিডর ও জরুরি ত্রাণ তহবিলে প্রেরণ করেন। সিডর ত্রাণ তহবিলে অর্থ যোগানে ভারতের পশ্চিম বঙ্গে বাঙালিরা যারা নর্থ ক্যারোলিনার সংস্থা এনসিবিএ নামে পরিচিত ও নর্থ ক্যারোলিনার ডিউক ইনিভার্সিটিও সাহায্য করে।

সিডরের অর্থ প্রেরণের পর নর্থ ক্যারোলিনার বাংলাদেশী প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম নিউপার্টনারশীপ ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৭ সালের এইচআরবিল ৩৯০৫ এর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিলটি সমর্থন ও কোস্পন্সরের জন্য গত ৭ জানুয়ারী ২০০৮ সালে নর্থ ক্যারোলিনার কংগ্রেসম্যান ব্রেড মিলারের সাথে বৈঠকে মিলিত হন ও কো-স্পন্সরের জন্য জোরালো যুক্তি দেখান। এখানে উলে-খ্য যে মার্কিন কংগ্রেসম্যান জিম ম্যাকভার মেটের আনীত এই বিলটি অনুমোদন পেলে যুক্তরাষ্ট্রে আমদানীকৃত বাংলাদেশের সকল পণ্যের উপর শুল্ক মুক্তির সুবিধা পাবে এবং এর প্রভাবে বাংলাদেশে অর্থনীতিতে ব্যাপকভাবে লাভবান হবে ও বাংলাদেশে হাজার হাজার লোকের কর্ম সংস্থানের দুয়ার খুলে যাবে। এছাড়া বাংলাদেশে শিল্প উন্নয়নের পরিধিও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউপার্টনারশীপ ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৭ ও বিল এইচআর ৩৯০৫ এর সপক্ষে নর্থ ক্যারোলিনার প্রতিনিধিরা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেজ তৈরী করেছেন যার মধ্যে বিলটির সমর্থন আদায়ের জোরালো যুক্তিও রয়েছে। এই প্যাকেজটি বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যের

কংগ্রেসম্যানদের তাৎক্ষণিক অনুধাবনসহ সমর্থন আদায়ের সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্যাকেজটি সংগ্রহ করা ও অন্যান্য সহায়তার জন্য নর্থ ক্যারোলিনার প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বাংলাদেশীদের প্রতি আহবান জানিয়েছে।

নিউপার্টনারশীপ ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট ও এইচআরবিল ৩৯০৫ সাপোর্টের জন্য নর্থ ক্যারোলিনার প্রতিনিধিরা হলেন জনাব আনোয়ার উল ইসলাম মুকুল, জনাব মোহাম্মদ ফাতমী, ডঃ আব্দুল মান্নান, জনাব সেলিম চৌধুরী, মিসেস ফাতেমা আকতার ও ডঃ রেজা হক। এখানে উলে-খ্য যে এনডিপি ২০০৭ এর অনুমোদন লক্ষে এই প্রতিনিধিরা সার্বক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ দূতাবাস ওয়াশিংটন ডিসির সকল কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি কাজ করে যাচ্ছেন। বিষয়টির সঠিক সহায়তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সকল বাংলাদেশের দূতাবাস ও কনসুলেট অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল বাংলাদেশীদের প্রতি আহবান করা হয়েছে।

নর্থ ক্যারোলিনার ট্রাইঙ্গল এরিয়ার বাংলাদেশীরা বাংলাদেশের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সিডরের ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের হাজার হাজার অবৈধ বাংলাদেশীদের বৈধতার জন্য ইমিগ্রেশনের বিশেষ আওতায় টিপিএস প্রোগ্রামে অন্তভূক্ত করার জন্য নর্থ ক্যারোলিনার কংগ্রেসম্যান মি. ডেভিড প্রাইসকে অনুরোধ করেন। বাংলাদেশীদের মানবিক কারণে সিডর বিপর্যস্ত অসহায় হাজার হাজার প্রবাসী অবৈধ বাংলাদেশীদের যুক্তরাষ্ট্রে বৈধতা প্রদানের জন্য গত ১৫ ফেব্রুয়ারী কংগ্রেসম্যান ডেভিড প্রাইস নর্থ ক্যারোলিনার বাংলাদেশীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটির মন্ত্রী মাইকেল চেট অফ এর দপ্তরে বাংলাদেশীদেরকে টিপিএস প্রদান করার জন্য চিঠি পাঠান। যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইমিগ্রেশন সমস্যায় যুক্তরাষ্ট্রে হাজার হাজার বাংলাদেশীরা এখন অবাধ জটিল অবস্থার মধ্যে রয়েছে। বিষয়টি বহুদিন যাবৎ অবহেলিতভাবেই রয়েছে যার সুরাহার ব্যাপারে কোন উলে-খযোগ্য ব্যবস্থা কোন মহল থেকেই করা হয়নি বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। সম্প্রতি নর্থ ক্যারোলিনার কংগ্রেসম্যান ডেভিড প্রাইস ও নিউইয়র্কের কংগ্রেসম্যান জোসেফ ক্রাউলির হোমল্যান্ড সিকিউরিটিতে পাঠানো দুইটা চিঠি ইমিগ্রেশন সমস্যাগ্রস্ত বাংলাদেশীদের মনে আশার আলো বয়ে নিয়ে এসেছে।

নর্থ ক্যারোলিনার বাংলাদেশীদের পক্ষে মুক্তিযোদ্ধা জনাব আনোয়ার উল ইসলাম মুকুল ও ট্রাইঙ্গল সোসাইটির ভূতপূর্ব সভাপতি জনাব সেলিম চৌধুরী টিপিএস অনুমোদনের জন্য নিউইয়র্ক বাংলাদেশীদের কমিউনিটির সাথে যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশীদের এমনি প্রসঙ্গসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রবাসে সকল বাংলাদেশীরে একত্র হয়ে কাজ করার জন্য জনাব আনোয়ার উল ইসলাম মুকুল ও জনাব সেলিম চৌধুরী আহবান করেছেন। নিউইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি জনাবা নার্গিস আহমেদ, নিউইয়র্কে মুক্তিযোদ্ধা জনাব আবদুল আউয়াল, বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ন কবীর, বাংলাদেশ আমেরিকান ফ্রেন্ডস এসোসিয়েশনের সভাপতি ডঃ বদরুল হক নর্থ ক্যারোলিনার বাংলাদেশীদের এই গঠনমূলক কাজে অবদান রাখার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এখানে আরো উলে-খ্য যে নর্থ ক্যারোলিনার বাংলাদেশী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ক্যারোলিনা চ্যাপ্টার বিভিন্ন সেবামূলক কাজ ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ উলে-খযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছেন। বিভিন্ন বছরের মত গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে এই সংগঠনের কর্মকর্তারা নর্থ ক্যারোলিনার বাংলাদেশীসহ অন্যান্য কমিউনিটির জন্যও হেলথ কেয়ারের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই হেলথ কেয়ারে স্বাস্থ্য সচেতনতাসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্প্রিং এর মাধ্যমে কমিউনিটির সেবা প্রদানে এক ও অন্যান্য ভূমিকা পালন করেছেন। ছোট স্টেট হিসেবে নর্থ ক্যারোলিনায় বাংলাদেশী ডাক্তারের সংখ্যা প্রায় ৪০ এরও উর্দ্ধে হবে বলে মনে করা যায়। নর্থ ক্যারোলিনায় বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার ক্যারোলিনা চ্যাপ্টারের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডাঃ আবুল কালাম আজাদ ও সাধারণ সম্পাদক হান্নান জানান যে, বাংলাদেশী ডাক্তার যে কোন দূর্যোগময় বাংলাদেশের মানুষের পাশে তারা সর্বদাই রয়েছেন। শুধু বাংলাদেশ নয়, তারা পৃথিবীর যে কোন দেশেও তাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে নিজেদের বলিষ্ঠ অবদান রাখবেন বলে আশা পোষণ করেন। তারা আরো জানান নর্থ ক্যারোলিনার বাংলাদেশী ডাক্তাররা শুধু সিডরই নয়, তারা আফ্রিকা ও প্যালেসটাইনের রিফিউজি ক্যাম্পেও জরুরিভাবে চিকিৎসা করেও তাদের উজ্জ্বল নজির রেখেছেন।

লেখক ঃ
আনোয়ারউল ইসলাম মুকুল
৫৯২৭ ফার্মগেট রোড, র‌্যালি, নর্থ ক্যারোলিনা - ২৭৬০৬
ফোন ঃ ৯১৯ ৩০৮ ৭৪০৭, ইমেল ঃ anwarul77@aol.com